দৈনিক সংবাদ

তারিখ ২৩/০৩/২০০৫
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

84

একজন অভিভাবকের দৃষ্টিতে শিক্ষা ও শিক্ষক

আমি একজন অভিভাবক হিসেবে আমার কিছু সুপারিশ রাখছি। আমার ছেলেমেয়ে বর্তমানে মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। প্রথমেই বলতে চাই স্কুলে, কলেজে (বেসরকারি) শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে। আমি আমার উপজেলার চিত্র তুলে ধরছি যে, এখানে প্রত্যেক স্কুল-কলেজে ডোনেশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। স্কুলে ৫,০০০/- টাকা, কলেজে ১০০০০০/- টাকা শিক্ষক নিয়োগ কমিটি (ম্যানেজিং কমিটি) গ্রহণ করছে। এই টাকা অধিকাংশই দুর্নীতিবাজ কমিটির পকেটে যাচ্ছে। এতে করে মেধাহীন শিক্ষক নিয়োগ পাচ্ছে। অনেক গরিব মেধাবী ছেলে টাকা দিতে পারছে না, ফলে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। যাদের অর্থ আছে, দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব আছে তারা নিয়োগ পাচ্ছে। লোক দেখানো নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে টাকাওয়ালাদের উচ্চ নম্বর দিয়ে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এসব শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে কিছুই পড়াতে পারে না, ঠিকমতো ক্লাস নেয় না, দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ফলে সারাবছর ব্যস্ত থাকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে, তারা পড়াবে কখন? আমি একটি উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে। আমার মেয়ে উপজেলা সদর বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ে। এখানে সরকারি উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু আছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশব্যাপী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ৩ জন শিক্ষক নিয়োগ লাভ করে। স্কুলে যোগদান করেছে। এদের বাড়ি ১ জনের যশোরে, ২ জনের এ উপজেলায়। এরা ছাত্রীদের অংক, ইংরেজি ও বাংলা পড়ায়। এরা খুবই মেধাবী, অত্যন্তভাল পড়ায়, ছাত্রীদের পেছনে খুব কষ্ট করে, ক্লাস ফাঁকি দেয় না, কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত নেই। সত্যিকার আদর্শ শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আর অন্য শিক্ষকরা যারা আছেন তারা অধিকাংশই স্থানীয়। এরা এ যাবৎ কি শিক্ষা দিয়েছেন তা আমি জানি না। তারা ছাত্রীদের পড়ানোর ব্যাপারে আদৌ মনোযোগী নয়। বিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ডে তারা জড়িত। তাই ক্লাসে সময় কমই দেন। ফলে স্কুলের ফলাফল ভাল নয়। এ চিত্র অন্যান্য স্কুল-কলেজে সমভাবে বিদ্যমান তাই বলে শিক্ষকদের মধ্যে সবাই ফাঁকিবাজ আমি তা বলছি না। ভাল শিক্ষক অবশ্যই আছেন। কিন্তু ফাঁকিবাজদের দাপটে তাদের দায়িত্বও লোপ পাচ্ছে। তাই আমার দৃষ্টিতে পড়াশোনার পরিবেশকে আরো কিভাবে উন্নত করা যায় সে ব্যাপারে কিছু সুপারিশ রাখছি :

(১) মেধাকে আকর্ষণ করার জন্য শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে হবে। তবে শর্ত থাকবে যে, শিক্ষক নিয়োগে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন রিক্রুটিং কমিটি গঠন করে সৎভাবে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ দিতে হবে।

(২) শিক্ষকদের সরকারি শিক্ষকদের মতো রাজনীতি করা, কোন দল করা তো ভোটে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ করতে হবে।

(৩) যদি মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ হয়, তারা যদি ছাত্রছাত্রীদের পেছনে যথেষ্ট পরিশ্রম করে তাহলে ছাত্র বেতন, অন্যান্য ফি দ্বিগুণ করা যেতে পারে। এতে আমার মতো অনেক অভিভাবকের আপত্তি থাকার কথা নয়।

(৪) স্কুল ও কলেজ ম্যানেজিং কমিটির যোগ্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট প্রশ্ন থেকে যায়। শুধুমাত্র ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসলেই যোগ্য হয়ে যায় না। ঘটে কিছু থাকতে হয়। তাই এদের আরো সৎ ও দায়িত্ববান করে তোলার জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অডিট ব্যবস্থা আরো নিখুঁত ও জোরদার করতে হবে। সরকারি অডিট দল দিয়ে হবে না, কারণ সরকারি হিসাব সংরক্ষণ বিভাগ অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ।

(৬) স্কুল ও কলেজের জন্য সরকারি যে পরিদর্শক টিম আছে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা সাহেবরা আছেন, তাদের দ্বারা খুব ঘন ঘন স্কুল ও কলেজ পরিদর্শন করাতে হবে। তারাই দেখবে প্রতিষ্ঠানে ঠিকমতো পড়াশোনা হচ্ছে কিনা, যদিও এ সকল কর্মকর্তারা অফিসে বসে কাজ করতে ভালবাসেন।

(৭) শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে যে সম্পর্ক আমাদের সময়ে ছিল, তখন তা বিন্দুমাত্র নেই। এর কারণ ছাত্র-রাজনীতি, ছাত্র রাজনীতির কারণে সমস্ত শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। মফস্বলে অর্থাৎ উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ে ছাত্র রাজনীতি ছিল না, কিন্তু বর্তমানে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। আমি একটি উদাহরণ দেই, গত বছর আমার মেয়েকে নিয়ে তার এসএসসি পরীক্ষার জন্য উপজেলা সদর পরীক্ষা কেন্দ্রে যাই। আমার মেয়ের যে কক্ষে সিট পড়েছে সেই কক্ষে যেতে হাজার হাজার টিনএজ ছেলেদের অবাঞ্ছিত পরিবেশ অতিক্রম করে যেতে হয়েছে পরীক্ষা চলাকালীন ২০ দিন ধরে। যথাস্থানে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে জীবনবিহীন মূর্তি রূপে। কারণ এই সোনার ছেলেরা নাকি ছাত্র সংগঠন করে, তাই কিছু বলা যাবে না। পরীক্ষা শুরু হলে একটু পরেই দেখলাম সরকারি দল ও বিরোধীদলের নেতারা বুকে ব্যাজধারণ করে হলে হলে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং নিজ হাতে নকল সরবরাহ করছে। এক্ষেত্রে সরকারিদল ও বিরোধীদলে কোন শত্রুতা নেই। মনে হয় বহুদিনের বন্ধু। আরো দেখলাম, এখানে প্রশাসন কত অসহায়। এই ছাত্র অপরাজনীতি কি বন্ধ করা যায় না?

আবুল কালাম আজাদ
উপজেলা- জীবননগর,
জেলা- চুয়াডাঙ্গা।